ভালোবাসা দিবসে সিএনজি চালকের গল্প

বিশ্ব ভালোবাসা দিবসকে ঘিরে অপূর্ব-সাবিলা নূরকে জুটি করে সম্প্রতি শেষ হলো একটি বিশেষ নাটকের শুটিং। নাম ‘টিপু সুলতানা’!

লক্ষ্য করবেন, টিপু সুলতান নয়- টিপু সুলতানা। যার সঙ্গে ব্রিটিশ ভারতের বীর যোদ্ধা কিংবা শাসক টিপু সুলতানের কোনও যোগসূত্র নেই। এটি একেবারেই আলাদা গল্পের একটি বিশেষ নির্মাণ।

সিএমভি’র ব্যানারে এটির চিত্রনাট্য ও পরিচালনা করেছেন মহিদুল মহিম। যিনি সম্প্রতি বেশ আলোচনায় এসেছেন আফরান নিশো ও মেহজাবীন চৌধুরীকে নিয়ে ‘শিল্পী’ নির্মাণ করে।
‘টিপু সুলতানা’র গল্প প্রসঙ্গে মহিদুল মহিম জানান, নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র টিপু একজন সিএনজি ড্রাইভার। গল্পের নায়িকা সুলতানা গ্যারেজের মহাজনের মেয়ে হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। নাম রিনা হলেও নিজেকে অতি সুন্দরী হিসেবে ভেবে নিজেকে নায়িকা কারিনা দাবি করেন!

অন্যদিকে ড্রাইভার টিপু একজন রাগী প্রকৃতির। যাত্রীদের সাথে তিনি সবসময় রেগে কথা বলেন। যার কারণে সবসময় ঝগড়াঝাঁটি লেগেই থাকে। অপরদিকে সিএনজি গ্যারেজে টাকা জমা দেওয়া নিয়ে দায়িত্বরত সুলতানার সাথে টিপুর ঝগড়া চলতেই থাকে।

নির্মাতা মহিম বলেন, ‘গল্পের একপর্যায়ে একদিন ড্রাইভার টিপু গভীর রাতে একটি প্রেগন্যান্ট নারীকে সিএনজিতে তুলতে অস্বীকার করেন। এখান থেকেই মজার গল্পটি বাঁক নেয় সিরিয়াস দিকে। আমি আসলে বরাবরই নাটকের শেষে দর্শকদের একটি সিরিয়াস বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করি। এখানেই তাই আছে।’

এতে টিপু চরিত্রে অপূর্ব আর সুলতানা চরিত্রে অভিনয় করেছেন সাবিলা নূর।

প্রযোজক এসকে সাহেদ আলী পাপ্পু জানান, বড় বাজেটের এই ভ্যালেন্টাইন স্পেশাল নাটকটি ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে উন্মুক্ত হবে সিএমভি’র ইউটিউব চ্যানেলে।

‘সরি মীরাবাই’ নাটকে আরফিন জুনায়েদ

সজিব চিশতির ‘সরি মীরাবাই’ নাটকে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করতে যাচ্ছেন আরফিন জুনায়েদ। নাটকটির গল্প আবর্তিত হয়েছে একজন নাচনেওয়ালীর জীবনী নিয়ে।

এই নাটকের মধ্য দিয়ে টাইগার এক্সপ্রেসের প্রযোজনায় প্রথমবার কাজ করছেন জুনায়েদ। নাটকটিতে মীরা চরিত্রে অভিনয় করবেন মডেল অভিনেত্রী শিমু খান শেলী।

উল্লেখ্য, ২০১৫ সাল থেকে আরফিনের মিডিয়াতে পথ চলা শুরু। তিনি ইউটিউবে কাজ শুরু করে এরই মধ্যে মডেলিং, শর্ট ফিল্ম ও নাটকে অভিনয় করেছেন।

সাহস থাকলে আমাদের ধর্ষণ করে দেখাক, ঝাঁটা-বঁটি আছে: নুসরাত

অভিনেত্রী নুসরাত জাহান তৃণমূলের সাংসদ। তবে আজ সোমবার মঞ্চে দাঁড়িয়েছিলেন শুধু একজন নারী ও টালিউডের অংশ হিসেবে। বিজেপির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভায় নারীদের প্রতি অনাচার নিয়ে আওয়াজ তুললেন অভিনেত্রী। কড়া ভাষায় জানিয়ে দিলেন, বাংলার মেয়েদের ভয় দেখিয়ে দমন করা সম্ভব নয়।

সাম্প্রতিককালে টালিউডের দুই অভিনেত্রী সায়নী ঘোষ এবং দেবলীনা দত্তের সঙ্গে বিজেপির প্রকাশ্য বিতণ্ডা প্রসঙ্গেও কথা বলেন সাংসদ-অভিনেত্রী। নুসরাত বলেন, যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একজন নারী, সেখানকার মেয়েরা ধর্ষণের হুমকিকে ভয় পায় না।

তিনি বলেন, ‘ধর্ষণের হুমকি আমিও পাই। কিন্তু আমি বা এই মঞ্চে উপস্থিত কোনও নারী এ ধরনের হুমকি ভয় পায় না। সাহস থাকলে আমাদের ঘরে ঢুকে ধর্ষণ করে দেখাক। বাংলার বাড়িতে বাড়িতে ঝাঁটা আছে, বঁটি আছে। কেউ আমাদের ভয় দেখালে তাদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হবে।’

মঞ্চ থেকে নেমে যাওয়ার আগে তিনি বলেন, “আজ সায়নী-দেবলীনার সঙ্গে যা হয়েছে, তা যাতে আর কোনও মেয়ের সঙ্গে না হয়, সেই জন্যই এই মঞ্চে এসেছি।
সূত্র: আনন্দবাজার

পারিশ্রমিক দ্বিগুণ করে ৩০ কোটি রুপি নিচ্ছেন রকি ভাই!

‘কেজিএফ: চ্যাপ্টার ওয়ান’ সিনেমার মাধ্যমে আরেক সর্বভারতীয় সুপারস্টারের জন্ম হয়েছে, তার নাম ইয়াশ। প্রেক্ষাগৃহে সাফল্যের পর ইয়াশের তারকাখ্যাতি এখন তুঙ্গে। সে জন্যই ‘কেজিএফ : চ্যাপ্টার টু’-তে নিজের পারিশ্রমিক দ্বিগুণ করবেন ইয়াশ!

৩৫ বছর বয়সী সুপারস্টার ইয়াশ এ সিনেমার প্রথম কিস্তির চেয়ে পারিশ্রমিক দ্বিগুণ করেছেন দ্বিতীয় কিস্তিতে। ২০১৮ সালে মুক্তি পায় প্রথম কিস্তি। আর সে সময় ‘রকি ভাই’ নিয়েছিলেন ১৫ কোটি রুপি। আর দ্বিতীয় কিস্তির জন্য ইয়াশ পারিশ্রমিক নিয়েছেন ৩০ কোটি রুপি। এ পারিশ্রমিক ছাড়াও সিনেমার লাভের অংশ পাবেন তিনি।

‘কেজিএফ: চ্যাপ্টার টু’ সিনেমায় ইয়াশ ওরফে রকি ভাই মুখোমুখি হবেন খলনায়ক সঞ্জয় দত্ত ওরফে আধীরার সঙ্গে। ৮ জানুয়ারি ইয়াশের জন্মদিন উপলক্ষে যে টিজার প্রকাশ পেয়েছিল, তাতে অবশ্য আধীরার লুক দেখানো হয়নি।

সঞ্জয় দত্ত ছাড়াও এতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছে রাভিনা ট্যান্ডন, প্রকাশ রাজ ও শ্রীনিধি শেঠি। সিনেমাটির মুক্তির তারিখ এখনো ঘোষণা হয়নি।

সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে সাত পাকে বাঁধা বরুণ-নাতাশা

অবশেষে সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসলেন বলিউড তারকা বরুণ ধাওয়ান ও নাতাশা দালাল। বিয়েতে দুই পরিবারের সদস্য ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা উপস্থিত ছিলেন।

রবিবার রাতে ভারতের আলীবাগে দ্য ম্যানশন হাউজ রিসোর্টে তাদের বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়েছে।

বরুণ দীর্ঘদিনের প্রেমিকা নাতাশার সঙ্গে সাত পাকে বাঁধা পড়ার আনন্দঘন মুহূর্তের বেশ কয়েকটি ছবি শেয়ার করেছেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে।
ছবির ক্যাপশনে ‘কুলি নাম্বার ওয়ান’ খ্যাত অভিনেতা লেখেন, আজীবনের ভালোবাসা সবেমাত্র আনুষ্ঠানিক রূপ পেল।

চলতি সপ্তাহের শুরু থেকেই বরুণ-নাতাশার আলীবাগের বাংলোতে বিয়ের প্রস্তুতি শুরু হয়। শনিবার হয়েছে মেহেন্দি ও সংগীত অনুষ্ঠান। তার আগে বন্ধুদের সঙ্গে ‘ব্যাচেলর পার্টি’ করেছেন বরুণ। শুক্রবারই বরুণের পরিবারের সদস্যরা ভেন্যুতে পৌঁছে গিয়েছিলেন।

২৭ জানুয়ারি মুম্বাইয়ে বিয়ে-পরবর্তী একটি পার্টি দেওয়ার পরিকল্পনাও রয়েছে বরুণ-নাতাশার।

আসছে ‘গেম অব থ্রোনস’-এর দ্বিতীয় প্রিক্যুয়েল

টিভি সিরিজ ‘গেম অব থ্রোনস’-সিরিজের প্রিক্যুয়েল বানানোর ঘোষণা শোনা গিয়েছিল আগেই। এবার আরও একটি প্রিক্যুয়েল (আগের

ঘটনা) নির্মাণের বিষয়ে খবর প্রকাশ করেছে মার্কিন সাময়িকী ভ্যারাইটি।

বিভিন্ন রাজপরিবারের সিংহাসন পাওয়ার লড়াই নিয়ে তৈরি হয়েছে মার্কিন চ্যানেল এইচবিওর ‘গেম অব থ্রোনস’-এর কাহিনি। সিরিজটির শেষ পর্ব টারগারিয়ান রাজপরিবারের শেষ উত্তরসূরি ডিনেরাস টারগারিয়ানের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শেষ হয়। প্রিক্যুয়েলে সেই টারগারিয়ান পরিবারের ইতিহাস তুলে ধরা হবে। এর আগে এইচবিও ঘোষণা দিয়েছিল, প্রিক্যুয়েলটি পাস করেছে তারা। এটি প্রযোজনার দায়িত্বে আছেন জর্জ আর আর মার্টিন ও রায়ান কোন্ডাল। মার্টিনের ‘ফায়ার অ্যান্ড ব্লাড’ বই থেকে তৈরি হবে প্রিক্যুয়েল অংশটি।

এবার শোনা গেল, আরও একটি প্রিক্যুয়েল বানানোর কাজ শুরু হয়ে গেছে। এই প্রিক্যুয়েল বানানো হচ্ছে ‘টেলস অব ডাঙ্ক অ্যান্ড এগ’- এর অনুপ্রেরণায়। এইচবিও প্রিক্যুয়েলটির প্রাথমিক কাজ গুছিয়ে এনেছে। টিভি সিরিজটিতে এক ঘণ্টাব্যাপী থাকছে এক একটি পর্ব। এ সিরিজে উঠে আসবে স্যার ডানকান দ্য টল ও তরুণ এগন ভি টারগারিয়ানের কাহিনি। ‘আ সং অব আইস অ্যান্ড ফায়ার’-এর ৯০ বছর আগের কাহিনি এটি।

জর্জ আর আর মার্টিন তিনটি উপন্যাসিকা (ছোট গল্পের চেয়ে বড় আবার উপন্যাসের চেয়ে ছোট) প্রকাশ করেন ‘টেলস অব ডাঙ্ক অ্যান্ড এগ’ সিরিজ নামে। ১৯৯৮ সালে ‘দ্য হেজ নাইট’, ২০০৩ সালে ‘দ্য সোয়ার্ন সোর্ড’ ও ২০১০ সালে প্রকাশিত হয় ‘দ্য মিস্ট্রি নাইট’।

এগুলো একসঙ্গে প্রকাশিত হয় আবার ২০১৫ সালে ‘আ নাইট অব দ্য সেভেন কিংডমস’ নামে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে এটা হবে ‘গেম অব থ্রোনস’-এর দ্বিতীয় প্রিক্যুয়েল। প্রথম প্রিক্যুয়েল ‘গেম অব থ্রোনস’-এর ৩০০ বছরের আগের গল্প নিয়ে। সেখানে হাউস অব টারগারিয়ান অর্থাৎ টারগারিয়ান রাজপরিবারের গল্প বলা হবে।

যে কারণে নিজের কেনা বিলাসবহুল

ফ্ল্যাটে উঠছেন না সোনাক্ষী

মুম্বাইয়ের বান্দ্রায় চার কামরার একটি ফ্ল্যাট কিনেছেন অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহা। বয়স ৩০ পেরনোর আগেই নিজের জন্য আলাদা ফ্লাট কিনবেন বলে তার পরিকল্পনা ছিল। তবে সেই ডেডলাইনের দুই বছর পর অর্থাৎ ৩২-এ এসে তার সেই ‘স্বপ্নপূরণ’ হলো।

নতুন ফ্লাট কিনলেও আপাতত তিনি পরিবারের সঙ্গেই অর্থাৎ ‘রামায়ণে’ থাকছেন। ২০২০-র নভেম্বর মাসে সেখানে নিজের ফ্লোরটিকে নতুন করে সাজিয়েছিলেন তিনি। সবার সঙ্গে মিলমিশে থাকার মধ্যেই আনন্দ খুঁজে পান অভিনেত্রী। এই কারণে নিজের কেনা বিলাসবহুল ফ্ল্যাটে উঠছেন না অভিনেত্রী।

সোনাক্ষী বলেন, ‘এখনই নতুন বাড়িতে গিয়ে থাকব না। ওটা কিনেছি নিজের স্বপ্ন পূরণের জন্য। পাশাপাশি টাকা বিনিয়োগেরও ভালো উপায় এটি।’
নিজের নতুন ফ্ল্যাট সাজানোর দায়িত্ব ইন্টিরিয়র ডিজাইনার রুপিন সূচককে দিয়েছিলেন সোনাক্ষী। নিজের ইনস্টাগ্রামে সেখানকার কিছু ছবি পোস্ট করেছেন তিনি।

ফ্ল্যাট কেনার আগে সোনাক্ষী বলেছিলেন, “আমি অনেক দিন ধরে ব্যক্তিগত একটা জায়গা তৈরির কথা ভাবছিলাম। যারা আমার মতো পরিবারের সঙ্গে থাকেন, তারা এই বিষয়টা বুঝবেন। ওই বাড়িতেও আমার নিজস্ব ঘর ছিল, কিন্তু সম্পূর্ণ একটি ফ্লোর নিজের মতো করে সাজিয়ে তোলাটা আমার অনেক দিনের শখ ছিল।”

সূত্র: আনন্দবাজার

শ্যামবর্ণা বলে অপমান, বাধ্য হয়ে যুক্তরাষ্ট্র ছেড়েছিলেন

প্রিয়াঙ্কা

একসময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারতে ফিরে আসার চিন্তা মাথায় এসেছিল প্রিয়াঙ্কার। তখন তিনি কিশোরী। পড়াশোনোর জন্য ১২ বছর বয়সে ভারত থেকে মার্কিন মুলুকে পাড়ি দিয়েছিলন তিনি। সেই সময় নানান জটিল পরিস্থিত সম্মুখীন হন তিনি।

এক সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী জানিয়েছেন, তিনি নানাভাবে বুলিংয়ের শিকার হতেন। ভেতর থেকে সেগুলো তাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। পিপলস ম্যাগাজিনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তেমনটাই জানালেন নায়িকা।

অভিনেত্রী আরও বলেন, তিনি নিজেকে খোলসের মধ্যে গুটিয়ে রেখেছিলেন। এমনকি তিনি মনে করতেন, তার দিকে যেন কেউ না তাকায়। নিজেকে একসময় অদৃশ্য রাখতে চেয়েছিলেন প্রিয়াঙ্কা। তার আত্মবিশ্বাস ভেঙে পড়েছিল। নিজেকে সব সময় প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী মনে করা একটা মানুষ তিনি। তবে সেই সময় তিনি নিজে কোথায় দাঁড়িয়ে রেয়েছেন, কী করছেন, সেসব বিষয় অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিলেন।

তার লেখা বই ‘আনফিনিসড’এ দীর্ঘ একটা অংশজুড়ে তিনি লিখেছেন, কীভাবে সেসময় তিনি অপ্রীতিকর পরিস্থিতির শিকার হয়েছিলেন। কিশোর বয়সে সমবয়সীদের হাতে রোজ অপমানিত হতেন তিনি। কেউ তাকে বলত, ‘শ্যামবর্ণা, ফিরে যাও নিজের দেশে!’ এবং ‘যেই হাতিতে চড়ে এসেছো, তাতে করেই ফিরে যাও।’ সাহায্যের জন্য স্কুলের পরামর্শদাতার কাছে পৌঁছেও কোনও লাভ হয়নি।

অভিনেত্রী আরও লিখেছেন, সততা বজায় রেখে তিনি শহরটাকে কখনো দোষারোপ করেন না। তিনি মনে করেন, শুধু ওই মেয়েগুলো যা বলত সেগুলো তাকে যন্ত্রণা দিত। ‘Broke up with America’র অংশে-আমেরিকা থেকে ভারতে ফিরে আসার প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, তিনি আশীর্বাদপ্রাপ্ত আমেরিকা থেকে ভারতে ফিরে এসে। ফিরে আসার পর তিনি অগাধ প্রশংসা ও ভালোবাসা পেয়েছেন। ভারতে ফিরে আসার পর উচ্চ বিদ্যালয়ের সেই অপ্রস্তুতকর পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন তিনি।

আজ হলিউডে নিজস্ব পরিচয় তৈরি করে নিয়েছেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। মার্কিন মুলুকের পুত্রবধূ তিনি। নিক জোনাসের সঙ্গে সুখে সংসার করছেন। আজ এই সবই অতীত, তবে নিজের আত্মজীবনীতে পাতা উলটে ফের ফেলা আসা দিনে ফিরেছেন প্রিয়াঙ্কা। আগামী মাসেই প্রকাশিত হচ্ছে

‘আনফিনিসড’।

সূত্র: হিন্দুস্তান টাইমস

সাইফের ওয়েব সিরিজ ‘তাণ্ডব’দেখে বিজেপি নেতার হুমকি

বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা সাইফ আলী খানের নতুন ওয়েব সিরিজ ‘তাণ্ডব’ রিলিজ হওয়ার পরেই গর্জে উঠলো ভারতীয় রাজনৈতিক দল বিজেপি। সিরিজে ধর্ম অবমাননা করা হয়েছে এমন দাবি তুলে এ সিরিজের মূল চরিত্রে অভিনয় করা সাইফকে ক্ষমা চাইতে বলা হয়েছে।

মহারাষ্ট্রের ঘাটকোপারের বিধায়ক রাম কদম বলেছেন, ভবিষ্যতে ধর্মের অবমাননাকর কিছু করলে প্রকাশ্যে জুতোপেটা করা হবে। বিতর্কিত ওই অংশ বাদ না দেওয়া পর্যন্ত বিজিপি এই সিরিজ বয়কট করবে বলেও ঘোষণা করেন কদম।

উল্লেখ্য, গত ১৫ জানুয়ারি অ্যামাজন প্রাইমে মুক্তি পেয়েছে ‘তাণ্ডব’। এতে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন সাইফ আলি খান। তার সঙ্গে রয়েছেন ডিম্পল কাপাডিয়া, মুহাম্মদ জিসান আইয়ুব, সুনীল গ্রোভার, তিগমাংশু ধুলিয়া ও কুমুদ মিশ্রের মতো অভিনেতা- অভিনেত্রী।

আইনি মোড় নিল টুইট-যুদ্ধ,

অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে মামলা বিজেপি নেতার

তথাগত রায় ও সায়নী ঘোষের টুইট-যুদ্ধ এবার আইনি মোড় নিল। টলি অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করলেন প্রবীণ বিজেপি নেতা তথা ত্রিপুরা এবং মেঘালয়ের সাবেক রাজ্যপাল। হিন্দুধর্মের ভাবাবেগে আঘাত করার দায় এখন সায়নীর ঘাড়ে।

তথাগত রায় তার টুইটার প্রোফাইলে অভিযোগপত্রের একটি ছবি পোস্ট করেছেন। সেই সূত্রে জানা গেছে, ২০১৫ সালে অভিনেত্রী সায়নী ঘোষের টুইটার থেকে একটি গ্রাফিক শেয়ার হয়েছিল। একটি শিবলিঙ্গের ছবি। তাতে কন্ডোম পরাচ্ছেন এক নারী।

গ্রাফিক থেকে বোঝা যাচ্ছে, নারীকে এইডস সচেতনতার বিজ্ঞাপনের ম্যাসকট ‘বুলাদি’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। গ্রাফিকের ভেতরে লেখা, ‘বুলাদির শিবরাত্রি’। পোস্টের ক্যাপশনে ছিল, ‘এর থেকে বেশি কার্যকরী হতে পারেন না ঈশ্বর’।
বিজেপি নেতা তথাগত রায়ের অভিযোগ, হিন্দু ধর্মের পবিত্রতাকে নষ্ট করছেন সায়নী। শনিবার কলকাতার রবীন্দ্র সরোবর থানায় সায়নী ঘোষের বিরুদ্ধে এই অভিযোগে মামলা করেছেন তিনি।

অভিযোগপত্রে লেখা, ‘আমি শিবের ভক্ত। ১৯৯৬ সালে শিবের পূজা দেওয়ার জন্য পায়ে হেঁটে কৈলাস-মানস সরোবর যাত্রা করেছিলাম। অভিনেত্রী সায়নী ঘোষের এই ছবিটি দেখে আমার ধর্মীয় ভাবাবেগ আহত হয়েছে। আমার আবেদন, আপনারা এই বিষয়ে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করুন সায়নী ঘোষের বিরুদ্ধে।’

অভিযোগপত্রের ছবি শেয়ার করে তথাগত ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘সায়নী ঘোষ, আপনার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই কলকাতা পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তার মধ্যে গুয়াহাটি থেকে একজন ব্যক্তি আমায় জানিয়েছেন, তার ভাবাবেগও আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। তিনিও মামলা করবেন। আশা করি, পুলিশ এ ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ নেবে।’

তবে অভিযোগটি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন সায়নী ঘোষ। নিজের টুইটার প্রোফাইল থেকে টুইট করে জানিয়েছেন, ২০১৫ সালে তার অ্যাকাউন্ট হ্যাক করা হয়েছিল। অ্যাকাউন্ট উদ্ধার করার পর তিনি এই ছবিটি সরিয়ে ফেলেছিলেন। উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে কখনো কারোর

ধর্মকে তিনি আঘাত করতে চাননি।

তার ভাষায়, ‘আমি আগেই বলেছি যে ২০১৫ সালের টুইটটির বিষয়ে আমি অবগত ছিলাম। যেই মুহূর্তে সেটিকে আমার নজরে আনা হয়, আমি সেটার তীব্র নিন্দা করে সবাইকে জানিয়ে ডিলিট করি…। তবে আজকের এই বিষয়টাকে কেন্দ্র করে যে বিদ্বেষের সম্মুখীন আমায় হতে হয়েছে, তা অত্যন্ত দুঃখজনক।’

অভিনেত্রী সায়নী ঘোষ জানান, ‘আইনি প্রক্রিয়া চলবে নিজের মতো। একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করব আমি। তবে তাদের উদ্দেশ্য সফল হবে না। মানুষ সব বুঝতে পারছেন। তারাই বিচার করবেন।’

শুক্রবার সকাল থেকেই টুইটারে বাক-যুদ্ধ শুরু হয়েছিল তথাগত রায় ও সায়নী ঘোষের মধ্যে। তার আগের দিন একটি বাংলা চ্যানেলে অতিথি বক্তা হিসেব উপস্থিত হয়েছিলেন সায়নী। সেখানে তিনি বলেছিলেন, ‘যেভাবে ‘জয় শ্রী রাম’ স্লোগানটিকে রণধ্বনিতে পরিণত করা হয়েছে, তা অত্যন্ত ভুল। উপরন্তু, এটি বাঙালি সংস্কৃতির মধ্যেও পড়ে না। ঈশ্বরের নাম ভালোবেসে বলা উচিত।’

সায়নীর বিশ্বাস সাম্প্রতিক টুইট যুদ্ধেরই ফলাফল এটা। তাকে এই পথে হারানোর চেষ্টা করছেন তথাগত রায়। তিনি তার আগের বক্তব্যে অনড় বলেই জানান। তার কথায়, ‘এই সব কিছুর প্রতি আমার একটাই প্রতিক্রিয়া, ‘চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির’। এটাই মেনে চলব আমি।’

সূত্র : আনন্দবাজার